মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৭২

মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) [আবু বকরের বর্ণিত হাদীস] (مسند أبي بكر)

আরবী

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِهِ: " فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ

لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَ

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

إسناده صحيح. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني
وأخرجه النسائي 5 / 18 عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي كامل، بهذا الإسناد
وأخرجه أبو داود (1567) ، والبزار (41) ، والمروزي (70) ، والنسائي 5 / 27، وأبو يعلى (127) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 374، والدارقطني 2 / 114، والحاكم 1 / 390، والبيهقي 4 / 86 من طرق عن حماد بن سلمة، به
وأخرجه أبو يعلى (126) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب، عن ثمامة بن عبد الله، به
وأخرجه البخاري مفرقاً (1448) و (1450) و (1451) و (1453) و (1454) و (2487) و (3106) و (5878) و (6955) ، وابن ماجه (1800) ، والبزار (40) ، وابن الجارود (342) ، وابن خزيمة (2261) و (2273) و (2279) و (2281) و (2296) ، والطحاوي 4 / 374، وابن حبان (3266) ، والبيهقي 4 / 86 من طريق محمد بن عبد

الله بن المثنى، عن أبيه، عن يمامة بن عبد الله، به. وبعضهم يرويه مختصراً
الذود: ما بين الثنتين والتسع، أو العشر

وابنة المخاض: التي دخلت في السنة الثانية
وابن اللبون: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين، ودخل في الثالثة
والحِقة: هي الداخلةُ في السنة الرابعة
وطروقةُ الفحل: التي بلغت أن يَضْرِبَهَا الفحلُ
والجذعة من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة
والسائمة: الراعية
والعَوَار ـ بالفتح ـ: العيب، وقد يضم
قوله: " ولا يجمع بين متفرق "، قال السندي: هو عند الجمهور على النهي، لا ينبغي لمالِكَيْنِ يجب على مال كلٍّ منهما صدقة ومالُهما متفرقٌ بأن يكون لكل منهما أربعون شاةً، فتجب في مال كلٍّ شاةٌ واحدة أن يُجمَعا عند حضور المصدِّق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة
وكذا " ولا يفرق بين مجتمع "، أي: ليس لشريكين مالُهما مجتمع بان يكون لكلٍّ منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه، أن يُفرِّقا مالَهما ليكون على كل واحدٍ شاة واحدة فقط، فللخلط عند الجمهور تأثير في زيادة الصدقة ونقصانها، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك فراراً عن زيادة الصدقة
وقوله: " وما كان من خليطين ... " معناه عند الجمهور: أن ما كان متميزاً لأحد الخليطين من المال، فأخذ الساعي من ذلك المتميز يَرجِعُ إلى صاحبه بحصته بأن كان لكلٍّ عشرون، وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة، وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلاً، فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلاثين، وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث، وعند أبي حنيفة يُحمل الخليط على الشريك إذ المالُ إذا تَميَّز فلا يؤخذ زكاةُ كلٍّ إلا من ماله، وأما إذا

كان المال بينهما على الشركة بلا تميز، وأخذ من ذلك المشترك، فعنده يجب التراجع بالسوية، أي: يَرجع كلٌّ منها على صاحبه بقدر ما يساوي مالَه مثلاً لأحدهما أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون، والمال مشترك غير متميز، فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مُسِنَّةً، وعن صاحب ثلاثين تَبيعاً، وأعطى كلٌّ منهما من المال المشترك، فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع
التبيع على صاحب ثلثين، وصاحب ثلثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين

বাংলা

৭২। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আবু বাকর (রাঃ) তাদের জন্য লেখেনঃ এগুলো হচ্ছে ফরয সাদাকা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের ওপর ফারয করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এর জন্য আদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মুসলিমদের কাছ থেকে এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে চাইবে, তাকে যেন তা দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি চাইবে, তাকে যেন না দেয়া হয়। পঁচিশটির কম উটে যাকাতের হার এরূপ, প্রত্যেক পাঁচটি চরণশীল উটে দিতে হবে একটি ছাগল। যখন উটের সংখ্যা ২৫-এ পৌছবে, তখন একটি বিনতুল মাখায (এক বছর বয়স্কা উটনী) দিতে হবে ৩৫টি পর্যন্ত। বিনতুল মাখায না থাকলে একটি ইবনুল লাবুন (দু'বছর বয়স্ক পুরুষ উট) দিতে হবে। যখন ৩৬-এ পৌছবে, তখন ৪৫ পর্যন্ত একটি বিনতে লাবুন (দু'বছর বয়স্কা উটনী) দিতে হবে। যখন ৪৬-এ পৌছবে, ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত দিতে হবে একটি হিক্কা অর্থাৎ গর্ভধারণের যোগ্য তিন বছর পূর্ণ হওয়া উটনী। যখন উটের সংখ্যা ৬১ তে পৌছবে। তখন ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত দিতে হবে একটি জাযা'য়া তথা চার বছর পূর্ণ হওয়া উটনী। যখন উটের সংখ্যা ৭৬ হবে, তখন ৯০ পর্যন্ত দু'বছর পূর্ণ হওয়া দুটি উটনী (বিনতে লাবুন) দিতে হবে। যখন ৯১ তে পৌছবে, তখন ১২০ পর্যন্ত দিতে হবে দুটো হিক্কা। ১২০ এর ওপরে প্রত্যেক ৪০ টিতে একটি করে বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক ৫০ টিতে একটি করে হিক্কা দিতে হবে।

সাদাকার ফরয হওয়া অংশ দিতে গিয়ে যখন উটের বয়সে গরমিল পাওয়া যায়, তখন জাযা'য়া ফরয হওয়া সত্ত্বেও যদি জাযা'য়া না থাকে এবং হিক্কা থাকে, তাহলে হিক্কাই গ্রহণ করা হবে, তবে সেই সাথে সম্ভব হলে দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। আর যার ওপর হিক্কা ফরয হয়, কিন্তু তার কাছে হিক্কা নেই, জাযা'য়া আছে, তার কাছ থেকে জাযা'য়াই গ্রহণ করা হবে এবং সাদাকা আদায়কারী তাকে ২০ দিরহাম অথবা দুটো ছাগল দেবে। আর যার ওপর হিক্কা ফরয হয় কিন্তু তার কাছে হিক্কা নেই, বিনতে লাবুন আছে,তার কাছ থেকে বিনতে লাবুন গ্রহণ করা হবে। তবে সেই সাথে সম্ভব হলে দুটো ছাগল কিংবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। আর যার ওপর বিনতে লাবুন ফরয হবে, কিন্তু তার কাছে হিক্কা ছাড়া কিছু নেই। তার কাছ থেকে হিক্কা গ্রহণ করা হবে, তবে সাদাকা আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুটো ছাগল দেবে। আর যার ওপর একটি বিনতে লাবুন ফরয হবে, কিন্তু তার কাছে বিনতে লাবুন নেই, বিনতে মাখায (এক বছর পূর্ণ হওয়া উটনী) আছে, তার কাছ থেকে বিনতে মাখায

গ্রহণ করা হবে, তবে সে সেই সাথে সম্ভব হলে দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম দেবে। আর যার ওপর একটা বিনতে মাখায ফারয হয়, কিন্তু তার কাছে একটা পুরুষ ইবনে লাবুন ছাড়া কিছু নেই, তার কাছ থেকে ইবনে লাবুন গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে আর কিছু দিতে হবে না। আর যার কাছে মাত্র চারটি উট আছে, তার ওপর কোন যাকাত ফরয নয়। তবে তার মালিক ইচ্ছে করলে কিছু দিতে পারে।

ছাগলের যাকাত শুধু বিচরণরত ছাগলের ওপরই প্রযোজ্য। বিচরণরত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হলে ১২০ পর্যন্ত একটা ছাগল দিতে হবে। এর চেয়ে বেশি হলে ২০০ পর্যন্ত দুটো ছাগল দিতে হবে। এর ওপর একটা বেশি হলেও তিনশো পর্যন্ত তিনটে ছাগল দিতে হবে। আরো বেশি হলে প্রত্যেক একশোতে একটি করে ছাগল দিতে হবে। অত্যধিক বুড়ো ও দৈহিক ত্রুটিযুক্ত ছাগল ও পাঠা গ্রহণ করা হবে না।

তবে আদায়কারী যদি নিতে চায়, তবে নিতে পারে। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশুকে একত্র করা বা একত্রিত পশুকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। আর যে পশু দুই শরীকের মালিকানাধীন হবে, সে পশুর যাকাত উভয় শরীক সমানভাবে পরস্পরের মধ্যে ধার্য করবে। আর যখন কোন ব্যক্তির বিচরণশীল ছাগল চল্লিশটির চেয়ে একটি কম হবে, তখন তাতে কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে ছাগলের মালিক ইচ্ছা করলে কিছু (নফল সাদাকা হিসাবে) দিতে পারবে।

রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। যদি রূপা একশো নব্বই দিরহামের বেশি না হয়, তাহলে তাতে কোন যাকাত দিতে হবেনা। তবে যদি মালিক ইচ্ছা করে (নফল হিসাবে) কিছু দিতে পারে।[১]

ফুটনোট

[১] বুখারী, ইবনে খুযাইমা, ইবনু হিব্বান

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=62715

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন